সরকারের বিভিন্ন সেবা ডিজিটাল প্রযুক্তির সাহায্যে জনগণের কাছে সহজে পৌঁছে দিতে ২৩ জুন ২০১৪ খ্রিঃ চালু হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর তথ্যপ্রযুক্তিবিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সজীব ওয়াজেদ জয় **আন্তর্জাতিক জনসেবা দিবসে** বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন পোর্টালের উদ্বোধন করেন। শুরুতে এটি ২৫ হাজার ওয়েবসাইটের সমন্বয়ে তৈরি করা একটি ওয়েব পোর্টাল হলেও বর্তমানে **মন্ত্রণালয় হতে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সরকারি** ওয়েবসাইটের **সংখ্যা ৩৩ হাজার ১৬৮ টি;** যা সারা বিশ্বে বিরল একটি পোর্টাল। দৃষ্টিনন্দন এ পোর্টালে জনগণের দরকারি তথ্যকে কীভাবে আরোও ব্যবহার উপযোগী করা যায়, তথ্যে আরোও সমৃদ্ধ করা যায় এবং নিয়মিত হালনাগাদকরণ বিষয়ে দিনব্যাপী এ অনলাইন প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজনঃ

সরকারের ইচ্ছে হলো দেশের নাগরিকেরা কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আইন, পর্যটন ইত্যাদি তথ্য পাওয়ার জন্য জাতীয় তথ্য বাতায়নকে ‘ওয়ান স্টপ সার্ভিস’ হিসেবে ব্যবহার করবে। বলা হচ্ছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞপ্তি, গেজেট, ই-সেবা, সরকারি ফর্মসমূহ, সিটিজেন চার্টার, বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের তালিকা, সাত লাখের বেশি ই-ডিরেক্টরি, মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা, সরকারের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, জনপ্রতিনিধিদের নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি সব তথ্যই ‘বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়ন’-এ পাওয়া যাবে। ইউনিয়ন পর্যায়ের ৪,৫৮৮, উপজেলা পর্যায়ের ২১,১৬৭ জেলা পর্যায়ের ৫৮৮৮, বিভাগ পর্যায়ের ৭১৭, জেলা পরিষদ পর্যায়ের ৬৪, উপজেলা পরিষদ পর্যায়ের ৪৮৮, মন্ত্রণালয়-বিভাগ পর্যায়ের ৭৮, অধিদপ্তর পর্যায়ের ৭৩০ এবং সিটি করপোরেশন ও পৌরসভা পর্যায়ের ৪১৪টি ওয়েবসাইটকে একসূত্রে গেঁথে জাতীয় তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। এমনকি বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে পরিচয় করিয়ে দিতে এর একটি ইংরেজি সংস্করণও আছে, যা প্রশংসার যোগ্য। তবে তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলা ও ইংরেজি সংস্করণে গরমিল রয়েছে।

যদি সঠিক তথ্য না থাকে তাহলে এটি ব্যবহার করতে গিয়ে অনেক ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়। কারণ, নিয়মিত আপডেট না হবার ফলে পূর্বের অনেক ভুল তথ্য ও উপাত্ত থেকে যায়। আর একজন ব্যবহারকারী যখন একবার একটা ভুল তথ্য দেখতে পান, তখন স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য তথ্য নিয়ে মনে প্রশ্ন জাগে।

অবাধ তথ্য প্রবাহের লক্ষ্যে সরকার অনলাইনভিত্তিক জাতীয় ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে তথ্য প্রকাশের ব্যবস্থাসহ নানা উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। কিন্তু এ উদ্যোগসমূহের পূর্ণাঙ্গ সুফল জনগণ এখনও পাচ্ছে না। ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে জনগণের প্রয়োজনীয় তথ্যের সুফল পাওয়ার ক্ষেত্রে তথ্য হালনাগাদসহ জনসচেতনার লক্ষ্যে কার্যকর প্রচারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার জনাব মো. কামরুল হাসান এনডিসি বিষয়টি উপলব্ধি করে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভায় আলোচনা করেন এবং সে মোতাবেক ময়মনসিংহ বিভাগের সকল জেলার সকল দপ্তরের ওয়েব পোর্টাল নিয়মিত হালনাগাদকরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকৃত অর্থে কার্যকর তথ্য প্রকাশ ও প্রচার ব্যবস্থা অনিয়ম ও দুর্নীতি হ্রাস করার মাধ্যমে জনগণের হয়রানি প্রতিরোধসহ সেবাখাতসমূহে সুশাসন নিশ্চিত করতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) ময়মনসিংহ বিভাগের অধীনে বিদ্যমান সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েব পোর্টালগুলোর বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ কার্যক্রমটি পরিচালনা করে।

ময়মনসিংহের মাননীয় বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের কার্যালয়ে গত ১০ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পর্যায়ের তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ কমিটির সভার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক জাতীয় তথ্য বাতায়নের অর্ন্তভুক্ত ময়মনসিংহ জেলার ওয়েব পোর্টালের (www.mymensingh.gov.bd) অধীনে সনাক-ময়মনসিংহ এর পক্ষ হতে ৮৪টি কার্যালয়সমূহের তথ্য পর্যবেক্ষণ করার উদ্যোগ নেয়া হয়। পোর্টালগুলোতে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক তথ্য প্রকাশের ধরনের যেমন ভিন্নতা রয়েছে তেমনি তথ্য প্রকাশের কিছু সাধারণ বিষয় রয়েছে, যেগুলো সকল ওয়েব পোর্টালেই বিদ্যমান। যেমন: নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগ। এসকল সাধারণ তথ্যগুলো পর্যবেক্ষণের আওতাভুক্ত হয়েছে। পর্যবেক্ষণটি প্রতিষ্ঠানসমূহের ওয়েব সাইটে প্রদর্শিত তথ্য হালনাগাদের অবস্থা সরাসরি যাচাইয়ের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিবেদনটি তৈরীর জন্য গত ১৯ ও ২০ সেপ্টম্বর ২০২০ তারিখে ওয়েব পোর্টাল পর্যবেক্ষণ ও তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে এবং ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ দুপুর ১২টা পর্যন্ত সংগৃহীত তথ্য যাচাই ও প্রতিবদন প্রস্তুত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে

জেলার ওয়েব পোর্টাল পর্যবেক্ষণে দেখা যায়, নোটিশ বোর্ড, খবর, অফিস প্রধানের তথ্য, কর্মকর্তা/কর্মচারীর তথ্য, সেবাসমূহের তথ্য, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ডিও) সংক্রান্ত তথ্য ও যোগাযোগ- এ বিষয়গুলোর আলোকে ময়মনসিংহ জেলার ৮৪টি কার্যালয়ের ওয়েব পোর্টাল চেকিং/যাচাই করে দপ্তরের ওয়েব পোর্টালের মধ্যে মাত্র ২টি দপ্তরের শতভাগ তথ্য হালনাগাদ পাওয়া গেলেও ৪টি দপ্তরের ৮৬%; ৮টি প্রতিষ্ঠানের ৭১% এবং ২৪টি প্রতিষ্ঠানের অর্ধেকের বেশি ৫৭% তথ্য হালনাগাদ পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু ওয়েব পোর্টালে উল্লিখিত বিষয়সমূহের অধিকাংশ তথ্য পাওয়া যায়নি ২৬টি দপ্তরেরই, অর্থাৎ এসকল দপ্তরের মাত্র ৪৩% তথ্য হালনাগাদ রয়েছে। জেলার ১৮টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ওয়ব পোর্টালে যুক্ত নয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানের কোন তথ্য জেলার ওয়েব পোর্টালে আলাদাভাবে পাওয়া যায়নি। আবার অধিকাংশ ক্ষেত্রে আংশিক তথ্য পাওয়া গিয়েছে, যেমন: কিছু প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম, পদবী আছে কিন্তু মোবাইল, ই-মেইল নেই। এছাড়াও তথ্যের বিন্যাসের ক্ষেত্রেও তারতম্য রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, তথ্য প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার তথ্য সুনির্দিষ্ট স্থানে না দেয়া। **বিশেষ করে খবর পরিবেশনায় তথ্য প্রদানের হারও খুবই হতাশাজনক মাত্র ৫% হালনাগাদ তথ্য রয়েছে। ওয়েব পোর্টালের হোমপেজে বিদ্যমান নোটিশ স্থানে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হালনাগাদ তথ্য নেই অর্থাৎ মাত্র ১৫% হালনাগাদ রয়েছে।**

জনগণের দোরগোড়ায় সরকারি সেবা পৌঁছে দিতে সরকারি প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে বাংলাদেশে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়েব পোর্টাল চালু করা হয়েছে। আমাদের প্রত্যাশা, সবার মিলিত চেষ্টায় নিশ্চয়ই একদিন জাতীয় তথ্য বাতায়ন উৎকৃষ্টমানের একটি ওয়েব পোর্টালে পরিণত হবে, যার সংখ্যা নিয়ে নয় মান নিয়ে গর্ব করা যাবে। আর সাধারণ মানুষ সহজে সব দরকারি সেবা ও তথ্য এ পোর্টাল থেকে পাবে।